रजिस्ट्री सं डी-221

Registered No. D-221
रेजिस्ट्री नं डि-२२१

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
ভারতের গেজেট
असाधारण
EXTRAORDINARY
বিশেষ
भाग VII—अनुभाग 1
PART VII—Section 1
ভাগ ৭—অনুভাগ ১
प्राधिकार से प्रकाशित
Published by Authority
প্রাধিকারবলে প্রকাশিত

सं 12	नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 31, 2022	[भाद्र 9, 1944 शक
No. 12	NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 31, 2022	[BHADRA 9, 1944 (SAKAY)
নং 12	নতুন দিল্লী, বুধবার, ৩১শে আগস্ট, ২০২২	[৯ই ভাদ্র, ১৯৪৪(শক)

বিধি ও ন্যায় মন্ত্রণালয়
(বিধান বিভাগ)

নতুন দিল্লী, ৭ই জুন, ২০২২/১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৯৪৪(শক)

(১) দি সিগারেট্স্ অ্যান্ড আদার টোব্যাকো প্রোডাক্টস্ (প্রোহিবিশ্ন্ অফ অ্যাডভারটাইজমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেশ্ন্ অফ ট্রেড অ্যান্ড কমার্স, প্রোডাক্শ্ন, সাপ্লাই অ্যান্ড ডিসট্রিবিউশ্ন্) অ্যাক্ট, ২০০৩ (২০০৩-এর ৩৪),

(২) দি প্রাইভেট সিকিউরিটি এজেন্সিস (রেগুলেশন) অ্যাক্ট, ২০০৫ (২০০৫-এর ২৯),

(৩) দি প্রোটেকশন অফ্ উইমেন ফ্রম ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট, ২০০৫ (২০০৫-এর ৪৩),

(৪) দি ডিজাসটার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০৫ (২০০৫-এর ৫৩)

(৫) দি পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস রেগুলেটরি বোর্ড অ্যাক্ট, ২০০৬ (২০০৬-এর ১৯),

(৬) দি শেডিউল্ড ট্রাইব্স অ্যান্ড আদার ট্রাডিশনাল ফরেস্ট ড্যুয়েলার্স্ (রিকগনিশন অফ্ ফরেস্ট রাইট্স) অ্যাক্ট, ২০০৬ (২০০৭-এর ২),-এর

বঙ্গানুবাদ এতদ্দ্বারা রাষ্ট্রপতির প্রাধিকারাধীনে প্রকাশিত হইতেছে এবং তৎসমূহ প্রাধিকৃত পাঠ (কেন্দ্রীয় বিধি) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩-এর ৫০)-এর ২ ধারার (ক) প্রকরণ অনুযায়ী প্রাধিকৃত পাঠরূপে গণ্য হইবে।

ডঃ রীটা বশিষ্ঠ
সচিব
বিধান বিভাগ
বিধি ও ন্যায় মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, Dated, the 7th June, 2022/ 17 Jyaistha, 1944 (Saka)

The translations in Bengali of the following, namely:

(1) The Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003),

(2) The Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005),

(3) The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (43 of 2005),

(4) The Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005),

(5) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006),

(6) The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007),

are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Bengali under clause (a) of Section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

Dr. Reeta Vashista
Secretary
Legislative Department
Ministry of Law and Justice
Government of India

গার্হস্থ্য নিগ্রহে মহিলা সুরক্ষা আইন, ২০০৫

(২০০৫-এর ৪৩ নং আইন)

যে সকল মহিলা কোনও প্রকারের গার্হস্থ্য নিগ্রহের শিকার হন তাঁহাদের জন্য সংবিধানে প্রত্যাভূত মহিলাদের অধিকারসমূহ অধিকতর কার্যকরভাবে সুরক্ষিত করিবার জন্য এবং তৎসম্পর্কিত বা তদানুষঙ্গিক বিষয়সমূহের জন্য ব্যবস্থা করণার্থ আইন।

ইহা ভারত সাধারণতন্ত্রের ষট্‌পঞ্চাশৎ বর্ষে সংসদ কর্তৃক নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল :—

অধ্যায় ১

প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত নাম, প্রসার ও প্রারম্ভ।

১। (১) এই আইন গার্হস্থ্য নিগ্রহে মহিলা সুরক্ষা আইন, ২০০৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইবে।

(৩) ইহা, কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্দিষ্ট করিবেন, সেই তারিখে বলবৎ হইবে।

সংজ্ঞার্থ।

২। এই আইনে প্রসঙ্গত অন্যথা আবশ্যক না হইলে, —

(ক) "ক্ষুব্ধ ব্যক্তি" বলিতে সেরূপ কোন মহিলাকে বুঝায়, যিনি প্রতিবাদীর সহিত গার্হস্থ্য সম্পর্কযুক্ত হন বা হইয়াছেন এবং যিনি প্রতিবাদী কর্তৃক কোনও গার্হস্থ্য নিগ্রহের শিকার হইয়াছেন বলিয়া অভিকথন করেন;

(খ) "সন্তান" বলিতে আঠারো বৎসরের কম বয়সের কোন ব্যক্তিকে বুঝায় এবং যেকোন দত্তক, বৈমাত্রেয়/ বৈপিত্রেয় বা পালিত সন্তানকে অন্তর্ভুক্ত করে;

(গ) "ক্ষতিপূরণের আদেশ" বলিতে ২২ ধারার শর্তানুসারে প্রদত্ত আদেশ বুঝায়;

(ঘ) "অভিরক্ষা আদেশ" বলিতে ২১ ধারার শর্তানুসারে প্রদত্ত আদেশ বুঝায়;

(ঙ) "গার্হস্থ্য ঘটনার প্রতিবেদন" বলিতে কোন ক্ষুব্ধ ব্যক্তির নিকট হইতে কোন গার্হস্থ্য নিগ্রহের অভিযোগ প্রাপ্তির ভিত্তিতে কৃত বিহিত ফরমে প্রতিবেদন বুঝায়;

(চ) 'গার্হস্থ্য সম্বন্ধ" বলিতে এরূপ দুইজন ব্যক্তির মধ্যে সম্বন্ধ বুঝায় যাঁহারা রক্তের সম্পর্কে বা বিবাহ সূত্রে বা বিবাহতুল্য সম্বন্ধে বা দত্তক-গ্রহণের মাধ্যমে অথবা যৌথ পরিবার হিসাবে একত্রে বসবাসকারী গার্হস্থ্য সদস্যরূপে সম্পর্কিত থাকিয়া কোন যৌথ গৃহস্থালীতে একত্রে বসবাস করেন বা কোন সময়ে করিয়াছেন;

(ছ) "গার্হস্থ্য নিগ্রহ"-র সেই একই অর্থ থাকিবে উহার যে অর্থ ৩ ধারায় নির্দিষ্ট আছে;

(জ) ''যৌতুক''-এর সেই একই অর্থ থাকিবে উহার যে অর্থ ডাউরি প্রহিবিশ্ন অ্যাক্ট, ১৯৬১-র ২ ধারায় নির্দিষ্ট আছে; ১৯৬১-র ২৮।

(ঝ) ''ম্যাজিস্ট্রেট'' বলিতে, যে এলাকায় ক্ষুব্ধ ব্যক্তি অস্থায়ীভাবে বা অন্যথা বসবাস করেন বা প্রতিবাদী বসবাস করেন অথবা গার্হস্থ্য নিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া অভিকথিত হয় সেই এলাকায় কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর, ১৯৭৩ অনুযায়ী ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগকারী, ক্ষেত্রানুযায়ী, প্রথম শ্রেণীর বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটকে বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটকে বুঝায়; ১৯৭৪-র ২।

(ঞ) ''চিকিৎসার সুবিধা'' বলিতে রাজ্য সরকার কর্তৃক এই আইনের প্রয়োজনে চিকিৎসার সুবিধা বলিয়া যাহা প্রজ্ঞাপিত হইবে তাহা বুঝায়;

(ট) ''আর্থিক প্রতিকার'' বলিতে এরূপ ক্ষতিপূরণ বুঝায় যাহা ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে, এই আইন অনুযায়ী প্রতিকার চাহিয়া কৃত কোন আবেদনের শুনানির যে কোন পর্যায়ে, গার্হস্থ্য নিগ্রহের ফলে তাঁহাকে যে ব্যয় করিতে হইয়াছে বা যে ক্ষতি বহন করিতে হইয়াছে তাহা মিটাইবার উদ্দেশ্যে প্রতিবাদীকে প্রদানের জন্য আদেশ করিতে পারিবেন;

(ঠ) ''প্রজ্ঞাপন'' বলিতে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন বুঝায় এবং ''প্রজ্ঞাপিত'' শব্দটি তদনুসারে অর্থান্বয়িত হইবে;

(ড) ''বিহিত'' বলিতে এই আইন অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা বিহিত বুঝায়;

(ঢ) ''সুরক্ষা আধিকারিক'' বলিতে ৮ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত আধিকারিক বুঝায়;

(ণ) ''সুরক্ষা আদেশ'' বলিতে ১৮ ধারার শর্তানুসারে কৃত আদেশ বুঝায়;

(ত) ''বসবাসের আদেশ'' বলিতে ১৯ ধারার (১) উপধারার শর্তানুসারে প্রদত্ত আদেশ বুঝায়;

(থ) ''প্রতিবাদী'' বলিতে এরূপ কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে বুঝায়, যিনি ক্ষুব্ধ ব্যক্তির সহিত গার্হস্থ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ আছেন বা থাকিয়াছেন এবং যাঁহার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ ব্যক্তি এই আইন অনুযায়ী কোনও প্রতিকার চাহিয়াছেন :

তবে, কোন ক্ষুব্ধ স্ত্রী তাঁহার স্বামীর কোন আত্মীয়ের অথবা বিবাহতুল্য সম্পর্কে বসবাসকারী কোন ক্ষুব্ধ মহিলা তাঁহার পুরুষ সঙ্গীর কোন আত্মীয়ের বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন;

(দ) ''পরিষেবা ব্যবস্থাপক'' বলিতে ১০ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত কোন সংস্থাকে বুঝায়;

(ধ) ''যৌথ গৃহস্থালী'' বলিতে এরূপ কোন গৃহস্থালী বুঝায় যেখানে ক্ষুব্ধ ব্যক্তি গার্হস্থ্য সম্বন্ধে, হয় এককভাবে বা প্রতিবাদীর সহিত, বসবাস করেন বা কোন

সময়-পর্যায়ে বসবাস করিয়াছেন এবং ক্ষুব্ধ ব্যক্তির ও প্রতিবাদীর যুক্তভাবেই হউক বা উভয়ের কাহারও মালিকানাধীন বা ভাড়া লওয়া এরূপ কোন আবাসকে অন্তর্ভুক্ত করে যাহার সম্পর্কে, হয় ক্ষুব্ধ ব্যক্তির বা প্রতিবাদীর অথবা উভয়ের, যুক্তভাবে বা এককভাবে কোন অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ বা ন্যায্যতা আছে এবং প্রতিবাদী যে যৌথ পরিবারের সদস্য সেই পরিবারের অধিকারভুক্ত হইতে পারে এরূপ কোন যৌথ গৃহস্থালী, উহাতে প্রতিবাদী বা ক্ষুব্ধ ব্যক্তির কোন অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ থাকুক বা না থাকুক, উহাকে অন্তর্ভুক্ত করে;

(ন) "আশ্রয়-নিবাস" বলিতে এই আইনের প্রয়োজনে রাজ্য সরকার কর্তৃক আশ্রয়-নিবাস বলিয়া যেরূপ প্রজ্ঞাপিত হইবে, সেরূপ কোন আশ্রয় নিবাস বুঝায়।

অধ্যায় ২

গার্হস্থ্য নিগ্রহ

গার্হস্থ্য নিগ্রহ-এর সংজ্ঞার্থ।

৩। এই আইনের প্রয়োজনে, প্রতিবাদীর এরূপ কোন কার্য, অকৃতি বা সংঘটন বা আচরণ গার্হস্থ্য নিগ্রহ বলিয়া গণ্য হইবে, যদি উহা —

(ক) ক্ষুব্ধ ব্যক্তির স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, জীবন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা সুস্থতাকে, শারীরিক বা মানসিক যেভাবেই হউক, হানিগ্রস্ত বা আহত বা বিপন্ন করে অথবা ঐরূপ করিবার প্রবণতাসম্পন্ন হয় এবং উহা শারীরিক নিপীড়ন, যৌন নিপীড়ন, বাচনিক ও আবেগগত নিপীড়ন ও আর্থিক নিপীড়নকে অন্তর্ভুক্ত করে; অথবা

(খ) কোন যৌতুক বা অন্য কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতির কোন বিধিবিরুদ্ধ দাবি মিটাইবার জন্য ক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে বা তাঁহার সহিত সম্পর্কিত কোন ব্যক্তিকে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে ক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে হয়রান, হানিগ্রস্ত, আহত বা বিপন্ন করে; অথবা

(গ) (ক) প্রকরণ বা (খ) প্রকরণে উল্লিখিত কোন আচরণের দ্বারা ক্ষুব্ধ ব্যক্তির প্রতি বা তাঁহার সম্পর্কিত কোন ব্যক্তির প্রতি ভীতিপ্রদর্শনমূলক হয়; অথবা

(ঘ) ক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে শারীরিক মানসিক বা অন্যথা যেভাবেই হউক, আহত করে বা হানি ঘটায়।

ব্যাখ্যা ১। এই ধারার প্রয়োজনে, —

(i) "শারীরিক নিপীড়ন" বলিতে এরূপ প্রকৃতির কোন কার্য বা আচরণ বুঝায় যাহাতে ক্ষুব্ধ ব্যক্তির দৈহিক পীড়ন বা, হানি ঘটায় অথবা জীবন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা স্বাস্থ্য বিপন্ন করে অথবা স্বাস্থ্যের বা বিকাশের ক্ষতিসাধন করে, এবং উহা অভ্যাঘাত, আপরাধিক ভীতি-প্রদর্শন ও আপরাধিক বলপ্রয়োগ অন্তর্ভুক্ত করে;

(ii) "যৌন নিপীড়ন"-এরূপ প্রকৃতির কোন যৌন আচরণকে অন্তর্ভুক্ত করে, যাহা মহিলার সম্ভ্রম অসম্মানিত করে, লাঞ্ছিত করে, অবমানিত করে, বা অন্যথা লঙ্ঘন করে;

(iii) "বাচনিক ও আবেগগত নিপীড়ন"—

(ক) অপমান, বিদ্রূপ, লাঞ্ছনা, গালাগালি এবং বিশেষতঃ কোন সন্তান বা পুত্র সন্তান না থাকায় অপমান বা বিদ্রূপ করা; এবং

(খ) ক্ষুব্ধ ব্যক্তি যাহার সহিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট সেরূপ কোন ব্যক্তির শারীরিক পীড়ন ঘটানো হইবে বলিয়া বারংবার ভীতি প্রদর্শন করাকে

অন্তর্ভুক্ত করে।

(iv) "অর্থনৈতিক নিপীড়ন"—

(ক) এরূপ সকল অথবা যেকোন আর্থিক বা বিত্তীয় সম্পদ হইতে বঞ্চিত করাকে, যাহাতে ক্ষুব্ধ ব্যক্তি, কোন বিধি বা প্রথা অনুযায়ী, কোন আদালতের আদেশানুযায়ী বা অন্যথা প্রদেয় হউক, অধিকারী অথবা ক্ষুব্ধ ব্যক্তি ও তাঁহার সন্তান, যদি থাকে, তাঁহাদের গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয়তাসমূহসহ, কিন্তু উহাতেই সীমাবদ্ধ নহে, স্ত্রীধন, ক্ষুব্ধ ব্যক্তির যৌথ বা পৃথক মালিকানাধীন কোন সম্পত্তি, যৌথ গৃহস্থালী সম্পর্কিত ভাড়া বাবদ অর্থপ্রদান এবং ভরণপোষণ সমেত যাহা ক্ষুব্ধ ব্যক্তির প্রয়োজনে আবশ্যক হয়;

(খ) এরূপ গৃহস্থালী বস্তু সামগ্রীর হস্তান্তরণকে, এরূপ কোন পরিসম্পদ, তাহা স্থাবর বা অস্থাবর যাহাই হউক বা এরূপ কোন মূল্যবান সম্পদ, শেয়ার, প্রতিভূতি, বন্ধপত্র বা তদনুরূপ কিছু বা অন্য কোন সম্পত্তির পরকীকরণকে, যাহাতে ক্ষুব্ধ ব্যক্তির কোন স্বার্থ আছে বা যাহা গার্হস্থ্য সম্বন্ধের বলে তিনি ব্যবহার করিবার অধিকারী অথবা যাহা ক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা তাঁহার সন্তানগণ যুক্তিসঙ্গতভাবে চাহিতে পারেন বা যাহা তাঁহার স্ত্রীধন অথবা ক্ষুব্ধ ব্যক্তি কর্তৃক যৌথ বা পৃথকভাবে অধিকৃত কোন সম্পত্তি, এবং

(গ) ক্ষুব্ধ ব্যক্তি তাঁহার গার্হস্থ্য সম্বন্ধের বলে যে সম্পদ বা সুবিধাসমূহ ব্যবহার বা ভোগ করিবার অধিকারী তাহাতে তাঁহার অব্যাহত অভিগম্যতা ও তৎসহ যৌথ গৃহস্থালীতে তাঁহার অভিগম্যতা প্রতিষিদ্ধ বা সংকুচিত করাকে

অন্তর্ভুক্ত করে।

ব্যাখ্যা ২। প্রতিবাদীর কোন কার্য, অকৃতি, সংঘটন বা আচরণ এই ধারা অনুযায়ী "গার্হস্থ্য নিগ্রহ" বলিয়া গণ্য হইবে কি না তাহা নির্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে বিষয়টির সমগ্র তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনাধীন করিতে হইবে।

অধ্যায় ৩

সুরক্ষা আধিকারিক, পরিষেবা ব্যবস্থাপক-সংস্থা, প্রমুখের ক্ষমতা ও কর্তব্য

সুরক্ষা আধিকারিককে তথ্যপ্রদান ও তথ্যপ্রদানকারীর দায়িতার পরিবর্জন।

৪। (১) এরূপ যেকোন ব্যক্তি যাঁহার বিশ্বাস করিবার কারণ আছে যে, কোন গার্হস্থ্য নিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছে বা হইতেছে বা হইবার সম্ভাবনা আছে, তিনি সংশ্লিষ্ট সুরক্ষা আধিকারিককে তৎসম্পর্কে তথ্য প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) (১) উপধারার উদ্দেশ্যে সরল বিশ্বাসে তথ্য প্রদান করিবার জন্য কোন ব্যক্তি দেওয়ানী বা ফৌজদারী দায়িতাবদ্ধ হইবেন না।

পুলিশ আধিকারিক, পরিষেবা ব্যবস্থাপকসংস্থা ও ম্যাজিস্ট্রেট-এর কর্তব্য।

৫। পুলিশ আধিকারিক, সুরক্ষা আধিকারিক, পরিষেবা ব্যবস্থাপক-সংস্থা বা ম্যাজিস্ট্রেট, যিনি গার্হস্থ্য নিগ্রহের কোন অভিযোগ পাইয়াছেন বা অন্যথা গার্হস্থ্য নিগ্রহের ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকেন বা যখন তাঁহাকে গার্হস্থ্য নিগ্রহের ঘটনা জানানো হয়, তখন তিনি ক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে—

(ক) এই আইন অনুযায়ী সুরক্ষার আদেশ, আর্থিক প্রতিকার আদেশ, অভিরক্ষার আদেশ, বসবাসের আদেশ, ক্ষতিপূরণের আদেশ অথবা ঐরূপ একাধিক আদেশের দ্বারা প্রতিবিধান পাইবার জন্য তাঁহার আবেদন করিবার অধিকার বিষয়ে;

(খ) পরিষেবা ব্যবস্থাপক-সংস্থাগণের প্রদত্ত পরিষেবাসমূহের প্রাপ্তিসাধ্যতা বিষয়ে;

(গ) সুরক্ষা আধিকারিকের প্রদত্ত পরিষেবাসমূহের প্রাপ্তিসাধ্যতা বিষয়ে;

(ঘ) দি লিগাল সার্ভিসেস অথরিটি অ্যাক্ট, ১৯৮৭ অনুযায়ী তাঁহার নিখরচায় আইনি পরিষেবা পাইবার অধিকার বিষয়ে; ১৯৮৭-র ৩৯।

(ঙ) যেস্থলে প্রাসঙ্গিক, ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৪৯৮ক ধারা অনুযায়ী তাঁহার অভিযোগ দায়ের করিবার অধিকার বিষয়ে ১৮৬০-এর ৪৫।

জানাইবেন:

তবে, এই আইনের কোন কিছুই, প্রগ্রাহ্য কোন অপরাধের সংঘটন সম্পর্কে তথ্য প্রাপ্তির পর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কর্তব্য হইতে সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিককে অব্যাহতি দেয় বলিয়া কোনরূপে অর্থান্বায়িত হইবে না।

আশ্রয়-নিবাসের কর্তব্য।

৬। যদি কোন ক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা তাঁহার পক্ষে কোন সুরক্ষা আধিকারিক বা পরিষেবা ব্যবস্থাপক-সংস্থা কোন আশ্রয়-নিবাসের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ঐ ক্ষুব্ধ ব্যক্তির আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করেন, তাহাহইলে ঐ আশ্রয়-নিবাসের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ আশ্রয় নিবাসে ঐ ক্ষুব্ধ ব্যক্তির আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন।

চিকিৎসার সুবিধাসমূহের কর্তব্য।

৭। যদি কোন ক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা তাঁহার পক্ষে কোন সুরক্ষা আধিকারিক বা পরিষেবা ব্যবস্থাপক-সংস্থা কোন চিকিৎসার সুবিধার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তাঁহার কোন চিকিৎসা

সহায়তার ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করেন, তাহাহইলে ঐ চিকিৎসার সুবিধার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ চিকিৎসা সুবিধায় ঐ ক্ষুব্ধ ব্যক্তির চিকিৎসা সহায়তার ব্যবস্থা করিবেন।

সুরক্ষা আধিকারিকের নিযুক্তি।

৮। (১) রাজ্য সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করিবেন সেরূপ সংখ্যক সুরক্ষা আধিকারিক প্রতি জেলায় নিযুক্ত করিবেন, এবং যে এলাকা বা যে যে এলাকার মধ্যে কোন সুরক্ষা আধিকারিক এই আইন দ্বারা বা অনুযায়ী তাঁহার উপর অর্পিত ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করিবেন ও কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করিবেন, তাহাও প্রজ্ঞাপিত করিবেন।

(২) সুরক্ষা আধিকারিকগণ যত বেশি সংখ্যায় সম্ভব মহিলা হইবেন এবং যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হইবেন।

(৩) সুরক্ষা আধিকারিক ও তাঁহার অধীন অন্যান্য আধিকারিকের চাকরির শর্ত ও কড়ার যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ হইবে।

সুরক্ষা আধিকারিকের কর্তব্য ও কৃত্য।

৯। (১) সুরক্ষা আধিকারিকের কর্তব্য হইবে—

(ক) এই আইন অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেটকে তাঁহার কৃত্যসমূহ সম্পাদনে সহায়তা করা;

(খ) গার্হস্থ্য নিগ্রহের কোন অভিযোগ প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফরমে ও প্রণালীতে ম্যাজিস্ট্রেটকে ঐ গার্হস্থ্য ঘটনার প্রতিবেদন পেশ করা, এবং উহার প্রতিলিপিসমূহ, যে থানার ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে গার্হস্থ্য নিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া অভিকথিত হয়, সেই থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিকের নিকট ও ঐ এলাকার পরিষেবা ব্যবস্থাপক-সংস্থাগুলির নিকট প্রেরণ করা;

(গ) যদি ক্ষুব্ধ ব্যক্তি এরূপ ইচ্ছা করেন তাহাহইলে যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফরমে ও প্রণালীতে প্রতিকার দাবি করিয়া সুরক্ষা আদেশ প্রদানের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করা;

(ঘ) ক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে যাহাতে দি লিগ্যাল সারভিসেস অথরিটি অ্যাক্ট, ১৯৮৭ অনুযায়ী আইনী সহায়তা দেওয়া যায় তাহা সুনিশ্চিত করা এবং যে বিহিত ফরমে অভিযোগ করিতে হইবে তাহা বিনামূল্যে পাইবার ব্যবস্থা করা; ১৯৮৭-এর ৩৯।

(ঙ) ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে কোন স্থানীয় এলাকায় আইনী সহায়তা বা পরামর্শ, আশ্রয় নিবাস ও চিকিৎসার সুবিধাসমূহের ব্যবস্থাকারী সকল পরিষেবা-ব্যবস্থাপক-সংস্থার একটি তালিকা রাখা;

(চ) যদি ক্ষুব্ধ ব্যক্তি এরূপ আবশ্যক বোধ করেন তাহাহইলে নিরাপদ আশ্রয় নিবাস তাঁহার প্রাপ্তিসাধ্য করা এবং আশ্রয় নিবাসে ক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে রাখা হইয়াছে সেই বিষয়ে তাঁহার প্রতিবেদনের প্রতিলিপি, যে এলাকায় ঐ আশ্রয় নিবাস অবস্থিত তাহার ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন থানা ও ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করা;

(ছ) যদি ক্ষুব্ধ ব্যক্তি শারীরিক আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহাহইলে তাহাকে ডাক্তারি পরীক্ষা করানো এবং যে এলাকায় পারিবারিক নিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া অভিকথিত হয়, সেই এলাকার ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন থানা ও ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ডাক্তারি পরীক্ষার প্রতিবেদনের প্রতিলিপি প্রেরণ করা;

(জ) কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর, ১৯৭৩ অনুযায়ী বিহিত প্রক্রিয়া অনুসারে, ২০ ধারা অনুযায়ী আর্থিক প্রতিকারের আদেশ যে পালিত ও নিষ্পাদিত হইয়াছে, তাহা সুনিশ্চিত করা; ১৯৭৪-র ২।

(ঝ) যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ অন্যান্য কর্তব্য সম্পাদন করা।

(২) সুরক্ষা আধিকারিক ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়ন্ত্রণাধীন ও অবেক্ষণাধীন হইবেন এবং এই আইন দ্বারা বা অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট ও রাজ্য সরকার কর্তৃক তাঁহার উপর আরোপিত কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করিবেন।

পরিষেবা ব্যবস্থাপক সংস্থাসমূহ।

১০। (১) এতৎপক্ষে যেরূপ নিয়মাবলী প্রণীত হইবে তৎসাপেক্ষে, সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০ অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত যে কোন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অথবা কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬ অথবা তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধি অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত কোন কোম্পানি আইনী সহায়তা, চিকিৎসা, আর্থিক বা অন্যান্য সহায়তাদান সমেত বিধিসম্মত কোন উপায়ে মহিলাগণের অধিকার ও স্বার্থ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে, এই আইনের প্রয়োজনে পরিষেবা ব্যবস্থাপক-সংস্থারূপে উহাকে রাজ্য সরকারের নিকট রেজিস্ট্রি করাইবেন। ১৮৬০-এর ২১। ১৯৫৬-র ১।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত কোন পরিষেবা ব্যবস্থাপক সংস্থার—

(ক) ক্ষুব্ধ ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে গার্হস্থ্য ঘটনার প্রতিবেদন বিহিত ফরমে অভিলিখিত করিবার এবং যে এলাকায় গার্হস্থ্য নিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছিল সেই এলাকার ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট ও সুরক্ষা আধিকারিকের নিকট উহার প্রতিলিপি প্রেরণ করিবার;

(খ) ক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে ডাক্তারি পরীক্ষা করাইবার এবং যে স্থানীয় সীমার মধ্যে গার্হস্থ্য নিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছিল সেই স্থানিক সীমার সুরক্ষা আধিকারিকের নিকট ও থানায় ডাক্তারি পরীক্ষার প্রতিবেদনের প্রতিলিপি প্রেরণ করিবার; এবং

(গ) ক্ষুব্ধ ব্যক্তি এরূপ আবশ্যক বোধ করিলে কোন আশ্রয়-নিবাসে তাঁহার আশ্রয়ের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করিবার এবং যে থানার স্থানিক সীমার মধ্যে গার্হস্থ্য নিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছিল সেই থানায়, ক্ষুব্ধ ব্যক্তির আশ্রয় নিবাসে রাখার বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করিবার

ক্ষমতা থাকিবে।

(৩) এই আইন অনুযায়ী কার্য করিতেছেন বা কার্য করিবার জন্য তৎপর্যিত বলিয়া গণ্য কোন পরিষেবা ব্যবস্থাপক-সংস্থা বা পরিষেবা ব্যবস্থাপক-সংস্থার কোন সদস্যের বিরুদ্ধে,

গার্হস্থ্য নিগ্রহের সংঘটন নিবারণার্থ এই আইন অনুযায়ী ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে বা কৃত্য সম্পাদন-ক্রমে সরল বিশ্বাসে কৃত বা করা হইবে বলিয়া অভিপ্রেত কোন কার্যের জন্য কোন মোকদ্দমা, অভিযুক্তি বা বৈধিক কার্যবাহ চলিবে না।

সরকারের কর্তব্য।

১১। কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রত্যেক রাজ্য সরকার—

(ক) এই আইনের বিধানাবলী যাহাতে নিয়মিত কাল-ব্যবধানে টেলিভিশন, রেডিও ও মুদ্রণ মাধ্যমসহ গণমাধ্যমযোগে ব্যাপকভাবে প্রচার করা যায় তাহা;

(খ) পুলিশ আধিকারিক এবং বিচারিক কৃত্যকের সদস্যগণ সহ কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের আধিকারিকগণকে এই আইনে ব্যবস্থিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে পর্যাবৃত্তভাবে সংবেদনশীলতার ও সচেতনতার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তাহা;

(গ) গার্হস্থ্য নিগ্রহের বিষয়সমূহে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যাহাতে বিধি, আইন শৃঙ্খলাসমেত স্বরাষ্ট্র, স্বাস্থ্য ও মানবসম্পদ বিষয়ক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক ও বিভাগসমূহ প্রদত্ত পরিষেবার মধ্যে কার্যকরী সমন্বয়ন স্থাপন করা হয় এবং উহার পর্যাবৃত্ত পুনর্বিলোকন যাহাতে করা যায় তাহা;

(ঘ) আদালতসহ এই আইন অনুযায়ী মহিলাগণকে পরিষেবা প্রদান সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রকের জন্য প্রোটোকল প্রস্তুতকরণ ও উহার যথাস্থানে স্থিতকরণ

সুনিশ্চিত করিবার জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

অধ্যায় ৪

প্রতিকারের আদেশ পাইবার প্রক্রিয়া

ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন।

১২। (১) কোন ক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা কোন সুরক্ষা আধিকারিক অথবা ঐ ক্ষুব্ধব্যক্তির পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন এক বা একাধিক প্রতিকার চাহিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন উপস্থাপন করিতে পারিবেন :

তবে, ঐরূপ আবেদনের উপর কোন আদেশ প্রদান করিবার পূর্বে, ম্যাজিস্ট্রেট সুরক্ষা আধিকারিক বা পরিষেবা ব্যবস্থাপকসংস্থার নিকট হইতে তৎকর্তৃক প্রাপ্ত গার্হস্থ্য ঘটনার প্রতিবেদন বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী প্রার্থিত প্রতিকার, ক্ষুব্ধব্যক্তির, প্রতিবাদী কর্তৃক সংঘটিত পারিবারিক নিগ্রহের দ্বারা ঘটিত অনিষ্টের দরুন ক্ষতিপূরণ বা খেসারতের জন্য মোকদ্দমা দায়ের করিবার অধিকারকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, ক্ষতিপূরণ বা খেসারত প্রদানের জন্য প্রতিকারের আদেশকে অন্তর্ভুক্ত করিবে :

তবে যেক্ষেত্রে কোন আদালত কর্তৃক ক্ষুব্ধব্যক্তির অনুকূলে ক্ষতিপূরণ বা খেসারতরূপে কোন অর্থপরিমাণ প্রদানের কোন ডিক্রি জারি হইয়া থাকে সেক্ষেত্রে এই আইন অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ অনুসরণক্রমে প্রদত্ত বা প্রদেয় কোন অর্থপরিমাণ থাকিলে তাহা ঐরূপ ডিক্রি অনুযায়ী প্রদেয় অর্থ-পরিমাণ হইতে মুজরা করা হইবে এবং কোড অফ সিভিল প্রসিডিওর, ১৯০৮ বা তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও ১৯০৮-এর ৫।

ঐরূপ মুজরা করিবার পর কোন অবশিষ্ট অর্থপরিমাণ থাকিলে ঐ ডিক্রি তৎসম্পর্কে নিষ্পাদনযোগ্য হইবে।

(৩) (১) উপধারা অনুযায়ী প্রত্যেক আবেদন, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ বা যথাসম্ভব তদনুরূপ ফরমে ও সেরূপ বিবরণসমূহ সম্বলিত, বা তাহার যথাসম্ভব নিকট হইবে।

(৪) ম্যাজিস্ট্রেট শুনানির প্রথম তারিখ স্থির করিবেন, যাহা সাধারণতঃ আদালত কর্তৃক আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে তিন দিন অতিক্রম করিবে না।

(৫) ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শুনানির তারিখ হইতে ষাট দিনের সময়সীমার মধ্যে, (১) উপধারা অনুযায়ী কৃত প্রত্যেক আবেদনের নিষ্পত্তি করিবার প্রয়াস করিবেন।

নোটিস প্রদান।

১৩। (১) ১২ ধারা অনুযায়ী স্থিরীকৃত শুনানির তারিখের নোটিস ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সুরক্ষা আধিকারিককে প্রদত্ত হইবে, যিনি, উহা প্রাপ্তির তারিখ হইতে সর্বাধিক দুই দিন সময়সীমার মধ্যে অথবা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক যেরূপ অনুমত হইবে সেরূপ যুক্তিসঙ্গত অধিকতর সময়ের মধ্যে, প্রতিবাদীকে এবং ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক যেরূপ নির্দেশিত হইবে সেরূপ অন্যান্য ব্যক্তিকে, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ উপায়ে প্রদান করাইবেন।

(২) যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফরমে সুরক্ষা আধিকারিক কর্তৃক নোটিস প্রদানের কোন ঘোষণা প্রতিবাদীর উপর এবং ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোন ব্যক্তির উপর ঐরূপ নোটিস যে প্রদান করা হইয়াছিল তাহার প্রমাণ হইবে, যদি না তদ্বিপরীত প্রমাণিত হয়।

পরামর্শ।

১৪। (১) ম্যাজিস্ট্রেট, এই আইন অনুযায়ী কার্যবাহসমূহের যেকোন পর্যায়ে, প্রতিবাদী বা ক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে হয় এককভাবে না হয় যৌথভাবে পরিষেবা ব্যবস্থাপক-সংস্থার যে কোন সদস্যের সহিত পরামর্শ করিবার নির্দেশ দান করিতে পারিবেন, যিনি পরামর্শদানে যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হইবেন।

(২) যেক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট (১) উপধারা অনুযায়ী কোন নির্দেশদান করিয়াছেন সেক্ষেত্রে তিনি অনধিক দুই মাস সময়সীমার মধ্যে বিষয়টির শুনানির পরবর্তী তারিখ স্থির করিবেন।

কল্যাণ-বিশেষজ্ঞের সহায়তা।

১৫। ম্যাজিস্ট্রেট এই আইন অনুযায়ী কোন কার্যবাহে এই আইন অনুযায়ী তাঁহার কৃত্য সম্পাদনে তাঁহাকে সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে, তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন, পরিবার কল্যাণ উন্নয়নে নিয়োজিত কোন ব্যক্তিসহ, ক্ষুব্ধব্যক্তির সহিত সম্পর্কিত হউন বা না হউন, বাঞ্ছনীয়তঃ মহিলা, সেরূপ কোন ব্যক্তির পরিষেবা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

কার্যবাহসমূহ রুদ্ধকক্ষে অনুষ্ঠিত হইবে।

১৬। মামলার অবস্থানুযায়ী যদি ম্যাজিস্ট্রেট সেরূপ করা যথার্থ বলিয়া বিবেচনা করেন এবং যদি কার্যবাহের কোনও পক্ষ সেরূপ ইচ্ছা করেন, তাহাহইলে তিনি এই আইনাধীন কার্যবাহসমূহ রুদ্ধকক্ষে চালনা করিতে পারিবেন।

যৌথ গৃহস্থালীতে বসবাস করিবার অধিকার।

১৭। (১) তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, গার্হস্থ্য সম্বন্ধসূত্রে প্রত্যেক মহিলার যৌথ গৃহস্থালীতে বসবাস করিবার অধিকার থাকিবে, উহাতে তাঁহার কোন অধিকার, স্বত্ব বা হিতকর স্বার্থ থাকুক বা না থাকুক।

(২) ক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে, প্রতিবাদী, বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রক্রিয়া অনুসারে ভিন্ন, যৌথ গৃহস্থালী বা উহার কোন অংশ হইতে উৎখাত বা উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

সুরক্ষা-আদেশ।

১৮। ম্যাজিস্ট্রেট, ক্ষুব্ধ ব্যক্তি ও প্রতিবাদীকে বক্তব্য শুনাইবার সুযোগ দিবার পর এবং গার্হস্থ্য নিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছে বা সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা আছে এই মর্মে আপাত দৃষ্টিতে প্রতীতি হইলে, ক্ষুব্ধ ব্যক্তির অনুকূলে একটি সুরক্ষা-আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং প্রতিবাদীকে,—

(ক) গার্হস্থ্য নিগ্রহমূলক কোন কার্য সংঘটন করা হইতে;

(খ) গার্হস্থ্য নিগ্রহমূলক কার্যাদি সংঘটনে সহায়তা বা অপসহায়তা করা হইতে;

(গ) ক্ষুব্ধ ব্যক্তির কর্মস্থলে বা, ক্ষুব্ধ ব্যক্তি কোন শিশু হইলে তাহার বিদ্যালয়ে অথবা ক্ষুব্ধ ব্যক্তি প্রায়ই যাতায়াত করেন এরূপ অন্য কোন স্থানে প্রবেশ করা হইতে;

(ঘ) ক্ষুব্ধ ব্যক্তির সহিত, যেভাবেই হউক, ব্যক্তিগত, মৌখিক, লিখিত, বৈদ্যুতিন বা টেলিফোন যোগাযোগ সমেত যেকোন প্রকারে যোগাযোগ করিবার প্রচেষ্টা করা হইতে;

(ঙ) ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ভিন্ন, ক্ষুব্ধ ব্যক্তির স্ত্রীধন অথবা, পক্ষগণ কর্তৃক যৌথভাবে বা পৃথকভাবে ধৃত অন্য কোন সম্পত্তি সমেত যৌথভাবে ক্ষুব্ধ ব্যক্তি ও প্রতিবাদী উভয় কর্তৃক অথবা এককভাবে প্রতিবাদী কর্তৃক ব্যবহৃত বা ধৃত বা উপভোগকৃত কোনও সম্পত্তি পরকীকরণ করা হইতে, ব্যাঙ্ক লকার বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট চালনা করা হইতে;

(চ) গার্হস্থ্য নিগ্রহের ক্ষেত্রে যে যে পোষ্যগণ, অন্য আত্মীয়স্বজন বা অন্য কোন ব্যক্তি যিনি ক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে সহায়তা দান করেন, তাঁহাদের প্রতি নিগ্রহ ঘটানো হইতে;

(ছ) সুরক্ষা আদেশে যথাবিনির্দিষ্ট অন্য কোন কার্য সংঘটিত করা হইতে

প্রতিষেধ করিতে পারিবেন।

বসবাসের আদেশ।

১৯। (১) ১২ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী কোন আবেদনের নিষ্পত্তিকালে ম্যাজিস্ট্রেট গার্হস্থ্য নিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার প্রতীতি হইলে —

(ক) যৌথ গৃহস্থালীতে প্রতিবাদীর বৈধ বা ন্যায্য স্বার্থ থাকুক বা না থাকুক, যৌথ গৃহস্থালী হইতে ক্ষুব্ধব্যক্তিকে বেদখল করা বা অন্য কোন প্রণালীতে তাহার দখল বিঘ্নিত করা হইতে প্রতিবাদীকে নিরস্ত করিয়া;

(খ) যৌথ গৃহস্থালী হইতে স্বয়ং প্রতিবাদীকে চলিয়া যাইবার নির্দেশ দিয়া;

(গ) যৌথ গৃহস্থালীর যে অংশে ক্ষুব্ধ ব্যক্তি বসবাস করেন, সেই অংশে প্রতিবাদী বা তাঁহার কোনও আত্মীয়স্বজনকে প্রবেশ করা হইতে নিরস্ত করিয়া;

(ঘ) যৌথ গৃহস্থালীর পরকীকরণ বা বিলিব্যবস্থা করা বা উহাকে দায়গ্রস্ত করা হইতে প্রতিবাদীকে নিরস্ত করিয়া;

(ঙ) ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ব্যতিরেকে যৌথ গৃহস্থালীতে প্রতিবাদীকে তাঁহার অধিকার পরিত্যাগ করা হইতে নিরস্ত করিয়া; বা

(চ) যৌথ গৃহস্থালীতে ক্ষুব্ধ ব্যক্তি যেরূপ বাসস্থান ভোগ করিতেন, তাঁহার জন্য সেই একই মানের বিকল্প ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করিবার অথবা পরিস্থিতি সেরূপ দাবী করিলে, প্রতিবাদীকে ভাড়া প্রদান করিবার নির্দেশ দিয়া

বসবাসের আদেশ দিতে পারিবেন :

তবে, কোন মহিলার বিরুদ্ধে (খ) প্রকরণ অনুযায়ী কোনও আদেশ দেওয়া যাইবে না।

(২) ম্যাজিস্ট্রেট, ক্ষুব্ধ ব্যক্তির বা ক্ষুব্ধব্যক্তির কোন সন্তানের সুরক্ষার জন্য বা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবার জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে যেরূপ আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিবেন, সেরূপ অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করিতে পারিবেন বা অন্যান্য নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৩) ম্যাজিস্ট্রেট, পারিবারিক নিগ্রহের সংঘটন নিবারণার্থ, প্রতিবাদীর নিকট হইতে জামিনদার সহ বা ব্যতীত একটি মুচলেকা নিষ্পাদনের অনুজ্ঞা দিতে পারিবেন।

(৪) (৩) উপধারা অনুযায়ী আদেশ, কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর, ১৯৭৩-এর অধ্যায় ৮-এর অধীনে একটি আদেশরূপে গণ্য হইবে এবং তদনুসারে উহা নির্বাহিত হইবে। ১৯৭৪ - এর ২।

(৫) (১) উপধারা, (২) উপধারা বা (৩) উপধারা অনুযায়ী কোন আদেশ দিবার সময় আদালত, ঐ আদেশ রূপায়ণে ক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে সুরক্ষা দিবার অথবা তাঁহাকে বা তাঁহার পক্ষে আবেদনকারী ব্যক্তিকে সহায়তা করিবার নির্দেশ দিয়া নিকটবর্তী থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককেও একটি আদেশ দিতে পারিবেন।

(৬) (১) উপধারা অনুযায়ী আদেশ দিবার সময় ম্যাজিস্ট্রেট, পক্ষগণের আর্থিক প্রয়োজন ও সংস্থানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রতিবাদীর উপর, ভাড়া ও অন্যান্য অর্থপ্রদান সম্পর্কিত দায়িত্ব আরোপ করিতে পারিবেন।

(৭) যে থানার ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট কোন আবেদন করা হইয়াছে, ম্যাজিস্ট্রেট সেই থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে সুরক্ষা আদেশ রূপায়ণে সহায়তা দিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৮) ম্যাজিস্ট্রেট, ক্ষুব্ধ ব্যক্তির স্ত্রীধন বা অন্য কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি, তিনি যাহার অধিকারী, তাহা তাঁহার দখলে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য প্রতিবাদীকে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

আর্থিক প্রতিকার।

২০। (১) ১২ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী কোন আবেদনের নিষ্পত্তিকালে ম্যাজিস্ট্রেট গার্হস্থ্য নিগ্রহের দরুন ক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে বা ক্ষুব্ধ ব্যক্তির কোন সন্তানকে যে ব্যয় পরিগ্রহণ করিতে হইয়াছে বা যে লোকসান অবসহন করিতে হইয়াছে তাহা মিটাইবার জন্য প্রতিবাদীকে আর্থিক প্রতিকার প্রদান করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন, এবং—

(ক) উপার্জনের ক্ষতি;

(খ) চিকিৎসা ব্যয়;

(গ) ক্ষুব্ধ ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন কোন সম্পত্তির ধ্বংসীকরণ, ক্ষতিসাধন ও অপসারণের ফলে সৃষ্ট ক্ষতি; এবং

(ঘ) ক্ষুব্ধ ব্যক্তির জন্য এবং তাঁহার কোন সন্তান থাকিলে তাহাদের জন্য ভরণপোষণের এবং তৎসহ কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর, ১৯৭৩-এর ১২৫ ধারা বা তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধি অনুযায়ী ভরণপোষণের কোন আদেশ বা তদতিরিক্তরূপে প্রদত্ত কোন আদেশ ১৯৭৪ - এর ২।

ঐরূপ প্রতিকারের অন্তর্ভুক্ত হইবে, কিন্তু উহাতেই সীমিত থাকিবে না।

(২) এই ধারা অনুযায়ী মঞ্জুরীকৃত আর্থিক প্রতিকার পর্যাপ্ত, ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত হইতে হইবে এবং ক্ষুব্ধ ব্যক্তি যে মানের জীবনযাপনে অভ্যস্ত তাহার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হইতে হইবে।

(৩) ম্যাজিস্ট্রেটের, মামলার প্রকৃতি ও অবস্থা অনুযায়ী যেরূপ আবশ্যক হইবে, ভরণপোষণের জন্য সেরূপ যথোপযুক্ত এককালীন থোক অর্থপ্রদানের বা মাসিক অর্থপ্রদানের আদেশ দিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(৪) ম্যাজিস্ট্রেট (১) উপধারা অনুযায়ী কৃত আর্থিক প্রতিকারের আদেশের প্রতিলিপি আবেদনকারী পক্ষগণের নিকট, এবং যে থানার ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে প্রতিবাদী বসবাস করেন, তাহার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৫) প্রতিবাদী (১) উপধারা অনুযায়ী আদেশে বিনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে মঞ্জুরিকৃত আর্থিক প্রতিকার প্রদান করিবেন।

(৬) (১) উপধারা অনুযায়ী আদেশের শর্ত অনুসারে অর্থপ্রদান করিবার পক্ষে প্রতিবাদীর তরফে ব্যর্থতার উপর ম্যাজিস্ট্রেট, প্রতিবাদীর নিয়োজক বা অধমর্ণকে, প্রতিবাদীর মজুরী বা বেতনের অথবা তাহার জমা খাতে প্রাপ্য বা উপচিত ঋণের কোনও অংশ সরাসরি ক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে প্রদান করিবার জন্য বা আদালতে জমা দিবার জন্য নির্দেশদান করিতে পারিবেন, যে অর্থপরিমাণ, প্রতিবাদী কর্তৃক প্রদেয় আর্থিক প্রতিকারের সহিত সমন্বয়ন করা যাইবে।

অভিরক্ষার আদেশ।

২১। তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও ম্যাজিস্ট্রেট, এই আইন অনুযায়ী সুরক্ষা আদেশের জন্য বা অন্য কোন প্রতিকারের জন্য আবেদনের শুনানির যেকোন পর্যায়ে ক্ষুব্ধ ব্যক্তির বা তাঁহার পক্ষে আবেদনকারী কোন ব্যক্তির অনুকূলে সন্তান বা সন্তানগণের অস্থায়ী অভিরক্ষা মঞ্জুর করিতে পারিবেন এবং আবশ্যক হইলে ঐ সন্তান বা সন্তানগণের সহিত প্রতিবাদীর সাক্ষাতের ব্যবস্থা বিনির্দিষ্ট করিতে পারিবেন :

তবে, যদি ম্যাজিস্ট্রেটের এই অভিমত হয় যে, প্রতিবাদীর সহিত সাক্ষাৎ সন্তান বা সন্তানগণের স্বার্থের পক্ষে অনিষ্টকর হইতে পারে, তাহাহইলে ম্যাজিস্ট্রেট ঐরূপ সাক্ষাতের অনুমতি দিতে অস্বীকার করিবেন।

ক্ষতিপূরণের আদেশ।

২২। এই আইন অনুযায়ী যেরূপ প্রদত্ত হইতে পারে সেরূপ অন্যান্য প্রতিকার ছাড়াও ম্যাজিস্ট্রেট, ক্ষুব্ধ ব্যক্তি কৃত আবেদনের উপর, প্রতিবাদী কর্তৃক সংঘটিত গার্হস্থ্য নিগ্রহের ফলে সৃষ্ট মানসিক অত্যাচার ও আবেগগত পীড়ন সমেত আঘাতের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ ও খেসারত প্রদান করিবার জন্য ঐ প্রতিবাদীকে নির্দেশ দিয়া আদেশ দিতে পারিবেন।

অন্তর্বর্তী ও একতরফা আদেশ দিবার ক্ষমতা।

২৩। (১) ম্যাজিস্ট্রেট, এই আইন অনুযায়ী তাঁহার সমক্ষে আনীত কোন কার্যবাহে যেরূপ ন্যায্য ও সঙ্গত বিবেচনা করিবেন সেরূপ অন্তর্বর্তী আদেশ দিতে পারিবেন।

(২) যদি ম্যাজিস্ট্রেটের এই প্রতীতি হয় যে কোন আবেদনে আপাতদৃষ্টিতে এরূপ উদ্‌ঘাটিত হইতেছে যে প্রতিবাদী কোন গার্হস্থ্য নিগ্রহ সংঘটিত করিতেছেন বা করিয়াছেন অথবা প্রতিবাদীর কোন পারিবারিক নিগ্রহ সংঘটিত করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহাহইলে তিনি যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফরমে ক্ষুব্ধ ব্যক্তির শপথপত্রের ভিত্তিতে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে, ক্ষেত্রানুযায়ী, ১৮ ধারা, ১৯ ধারা, ২০ ধারা, ২১ ধারা বা ২২ ধারা মতে একতরফা আদেশ দিতে পারিবেন।

আদালত বিনামূল্যে আদেশের প্রতিলিপি প্রদান করিবেন।

২৪। এই আইন অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট যে সকল আদেশ দিয়াছেন সর্বক্ষেত্রে সেই আদেশের প্রতিলিপি তিনি আবেদনকারী পক্ষগণকে, যে থানার ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে ঐ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করা হইয়াছে সেই থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিককে ও ঐ আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের স্থানিক সীমার মধ্যে অবস্থিত কোন পরিষেবা-ব্যবস্থাপক সংস্থাকে এবং যদি কোন পরিষেবা-ব্যবস্থাপক সংস্থা কোন গার্হস্থ্য ঘটনার প্রতিবেদন রেজিস্ট্রিকৃত করিয়া থাকেন সেই পরিষেবা-ব্যবস্থাপক সংস্থাকে বিনামূল্যে প্রদানের আদেশ দিবেন।

আদেশের স্থিতিকাল ও পরিবর্তন।

২৫। (১) ১৮ ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত সুরক্ষা আদেশ, ক্ষুব্ধ ব্যক্তি উহা খারিজের জন্য আবেদন করা পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

(২) ক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা প্রতিবাদীর নিকট হইতে কোন আবেদন প্রাপ্ত হইলে, যদি ম্যাজিস্ট্রেটের এই প্রতীতি হয় যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই আইন অনুযায়ী কৃত কোন আদেশের পরিবর্তন, সংপরিবর্তন বা প্রতিসংহরণ আবশ্যক, তাহাহইলে তিনি, কারণ অভিলিখিত করিয়া যেরূপ যথোপযুক্ত বিবেচনা করিবেন সেরূপ আদেশ দিতে পারিবেন।

অন্যান্য মোকদ্দমা ও বৈধিক কার্যবাহে প্রতিকার।

২৬। (১) ১৮, ১৯, ২০, ২১ ও ২২ ধারা অনুযায়ী প্রাপ্তিসাধ্য কোনও প্রতিকার, কোন দেওয়ানী, পারিবারিক বা ফৌজদারী আদালতের সমক্ষে ক্ষুব্ধ ব্যক্তি ও প্রতিবাদীকে, প্রভাবিত করে এরূপ কোন বৈধিক কার্যবাহের ক্ষেত্রেও চাওয়া যাইবে, ঐ কার্যবাহ এই আইন প্রারম্ভের পূর্বে বা পরে যখনই শুরু হইয়া থাকুক।

(২) কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতের সমক্ষে ঐরূপ মোকদ্দমা বা কার্যবাহে ক্ষুব্ধ ব্যক্তি অন্যান্য যে প্রতিকার চাহিতে পারেন তদতিরিক্ত ও তাহার সহিত (১) উপধারায় উল্লিখিত যেকোন প্রতিকার চাওয়া যাইবে।

(৩) যদি কোন ক্ষেত্রে এই আইনের অধীন কোন কার্যবাহ ব্যতীত অন্য কোন কার্যবাহে ক্ষুব্ধ ব্যক্তি কোন প্রতিকার পাইয়া থাকেন তাহাহইলে, তিনি ঐরূপ প্রতিকার মঞ্জুরের বিষয়টি ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাইতে বাধ্য থাকিবেন।

ক্ষেত্রাধিকার।

২৭। (১) ক্ষেত্রানুযায়ী, যে প্রথম শ্রেণীর বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের স্থানিক সীমার মধ্যে —

(ক) ক্ষুব্ধ ব্যক্তি স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে বসবাস করেন বা ব্যবসায় চালান বা কর্মে নিযুক্ত থাকেন; বা

(খ) প্রতিবাদী বসবাস করেন বা ব্যবসায় চালান বা কর্মে নিযুক্ত থাকেন; বা

(গ) মামলার কারণ উদ্ভূত হইয়াছে,

সেই আদালতই এই আইন অনুযায়ী সুরক্ষা আদেশ ও অন্যান্য আদেশ প্রদান করিবার পক্ষে বা এই আইন অনুযায়ী অপরাধসমূহের বিচার করিবার পক্ষে ক্ষমতাপন্ন আদালত হইবে।

(২) এই আইন অনুযায়ী প্রদত্ত কোন আদেশ সমগ্র ভারতে বলবৎযোগ্য হইবে।

প্রক্রিয়া।

২৮। (১) এই আইনে যেরূপ অন্যথা ব্যবস্থিত আছে তদ্ব্যতীত ১২, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২ ও ২৩ ধারা অনুযায়ী সকল কার্যবাহ এবং ৩১ ধারার অধীন অপরাধসমূহ কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর, ১৯৭৩-এর বিধানাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। ১৯৭৪-এর ২।

(২) (১) উপধারার কোন কিছুই আদালতকে ১২ ধারা অনুযায়ী বা ২৩ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী কোন আবেদন নিষ্পত্তির জন্য স্বীয় প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হইতে নিবারিত করিবে না।

আপীল।

২৯। ক্ষেত্রানুযায়ী, যে তারিখে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ ক্ষুব্ধ ব্যক্তির উপর বা প্রতিবাদীর উপর জারি করা হয়, তাহার মধ্যে যে তারিখ পরবর্তী, সেই তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে দায়রা আদালতে আপীল করা যাইবে।

অধ্যায় ৫
বিবিধ

সুরক্ষা আধিকারিক ও পরিষেবা ব্যবস্থাপক সংস্থার সদস্যগণ লোককৃত্যকারী হইবেন।

৩০। সকল সুরক্ষা আধিকারিক ও পরিষেবা-ব্যবস্থাপক সংস্থার সদস্যগণ, এই আইনের কোন বিধান অনুসরণক্রমে বা তদধীনে প্রণীত কোন নিয়ম বা আদেশ অনুসরণক্রমে কার্য করিবার বা কার্য করেন বলিয়া তৎপর্যিত হইবার কালে ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ২১ ধারার অর্থে লোককৃত্যকারী বলিয়া গণ্য হইবেন। ১৮৬০-এর ৪৫।

প্রতিবাদী কর্তৃক সুরক্ষা আদেশ ভঙ্গের দণ্ড।

৩১। (১) প্রতিবাদী কর্তৃক সুরক্ষা আদেশ বা কোন অন্তর্বর্তী সুরক্ষা আদেশ ভঙ্গ করা, এই আইন অনুযায়ী অপরাধ হইবে এবং এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে এরূপ যেকোন প্রকারের কারাবাসে বা কুড়ি হাজার টাকা পর্যন্ত করা যাইবে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডনীয় হইবে।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী কোন অপরাধের বিচার, যে ম্যাজিস্ট্রেট ঐ আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, যাহা অভিযুক্ত কর্তৃক ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া অভিকথিত, তৎকর্তৃক যতদূর কার্যতঃ সম্ভব নিষ্পন্ন হইবে।

(৩) (১) উপধারা অনুযায়ী আরোপ গঠন করিবার কালে ম্যাজিস্ট্রেট, ক্ষেত্রানুযায়ী, ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৪৯৮ক ধারা বা ঐ সংহিতার অন্য কোন বিধান অথবা ডাউরি প্রহিবিশ্ন অ্যাক্ট, ১৯৬১ অনুযায়ীও আরোপ গঠন করিতে পারিবেন, যদি ঘটনাবলী ঐ সকল বিধানের অধীন কোন অপরাধের সংঘটন উদ্‌ঘাটিত করে। ১৮৬০-এর ৪৫। ১৯৬১-এর ২৮।

প্রগ্রহণ ও প্রমাণ।

৩২। (১) কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর, ১৯৭৩-এ যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, ৩১ ধারার (১) উপধারার অধীন কোন অপরাধ প্রগ্রাহ্য ও জামিন-অযোগ্য হইবে। ১৯৭৪ - এর ২।

(২) কেবল ক্ষুব্ধব্যক্তির পরিসাক্ষ্যের ভিত্তিতে আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন যে, অভিযুক্ত কর্তৃক ৩১ ধারার (১) উপধারার অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে।

কর্তব্যপালন না করিলে সুরক্ষা আধিকারিকের দণ্ড।

৩৩। যদি কোন সুরক্ষা আধিকারিক পর্যাপ্ত কারণ ছাড়াই সুরক্ষা আদেশে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক যথা-নির্দেশিত কর্তব্যসমূহ পালন করিতে ব্যর্থ হন বা অস্বীকার করেন, তাহাহইলে তিনি, এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের যেকোন প্রকারের কারাবাসে বা কুড়ি হাজার টাকা পর্যন্ত করা যাইবে এরূপ জরিমানায়, অথবা উভয়থা দণ্ডিত হইবেন।

সুরক্ষা আধিকারিক কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের প্রগ্রহণ।

৩৪। রাজ্য সরকারের অথবা এতৎপক্ষে তৎকর্তৃক প্রাধিকৃত কোন আধিকারিকের পূর্ব অনুমোদনক্রমে কোন অভিযোগ দাখিল করা না হইলে, সুরক্ষা আধিকারিকের বিরুদ্ধে কোন অভিযুক্তি বা অন্য বৈধিক কার্যবাহ চলিবে না।

সরল বিশ্বাস গৃহীত ব্যবস্থার সুরক্ষা।

৩৫। এই আইন বা তদধীনে প্রণীত কোন নিয়ম বা আদেশ অনুযায়ী সরল বিশ্বাসে কৃত বা কৃত হইবার জন্য অভিপ্রেত কোন কিছুর দ্বারা ঘটিত বা ঘটিত হইবার সম্ভাবনা থাকে এরূপ কোন ক্ষতির জন্য সুরক্ষা আধিকারিকের বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা, অভিযুক্তি বা অন্য বৈধিক কার্যবাহ চলিবে না।

এই আইন অন্য কোন বিধির অপকর্ষ সাধক হইবে না।

৩৬। এই আইনের বিধানাবলী তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধির বিধানাবলীর অতিরিক্ত হইবে এবং উহার অপকর্ষসাধক হইবে না।

কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা।

৩৭। (১) কেন্দ্রীয় সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের বিধানাবলী কার্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষতঃ এবং পূর্বগামী ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া ঐরূপ নিয়মাবলীর দ্বারা নিম্নলিখিত সকল বা যেকোন বিষয়ের জন্য ব্যবস্থা করা যাইবে, যথা :—

(ক) কোন সুরক্ষা আধিকারিকের ৮ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী যে যোগ্যতাসমূহ ও অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে তাহা;

(খ) সুরক্ষা আধিকারিক ও তাঁহার অধীন অন্য আধিকারিকগণের ৮ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী চাকরির শর্ত ও কড়ার;

(গ) ৯ ধারার (১) উপধারার (খ) প্রকরণ অনুযায়ী যে ফরমে ও যে প্রণালীতে গার্হস্থ্য ঘটনার প্রতিবেদন করিতে হইবে তাহা,

(ঘ) সুরক্ষা আদেশের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ৯ ধারার (১) উপধারার (গ) প্রকরণ অনুযায়ী যে ফরমে ও যে প্রণালীতে আবেদন করিতে হইবে তাহা,

(ঙ) ৯ ধারার (১) উপধারার (ঘ) প্রকরণ অনুযায়ী যে ফরমে অভিযোগ দায়ের করা যাইবে তাহা,

(চ) সুরক্ষা আধিকারিকগণকে ৯ ধারার (১) উপধারার (ঝ) প্রকরণ অনুযায়ী অন্য যে সকল কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে তাহা,

(ছ) ১০ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী পরিষেবা ব্যবস্থাপক সংস্থাসমূহের রেজিস্ট্রিকরণ প্রনিয়ন্ত্রিত করিবার নিয়মাবলী;

(জ) এই আইন অনুযায়ী প্রতিকার চাহিয়া ১২ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী কোন আবেদন যে ফরমে করিতে হইবে এবং ঐরূপ কোন আবেদনে ঐ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী যে বিবরণসমূহ থাকিবে তাহা,

(ঝ) ১৩ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী নোটিস প্রদান করিবার উপায়;

(ঞ) সুরক্ষা আধিকারিককে ১৩ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী নোটিস জারিকরণের ঘোষণা যে ফরমে করিতে হইবে তাহা;

(ট) পরামর্শদানের ক্ষেত্রে পরিষেবা ব্যবস্থাপক সংস্থার কোন সদস্যের ১৪ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী যে যোগ্যতাসমূহ ও অভিজ্ঞতা থাকিবে তাহা;

(ঠ) ক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে ২৩ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী কোন শপথপত্র যে ফরমে দাখিল করিতে হইবে তাহা,

(ড) এরূপ অন্য কোন বিষয় যাহা বিহিত করিতে হইবে বা বিহিত করা যাইবে।

(৩) এই ধারা অনুযায়ী প্রণীত প্রত্যেক নিয়ম, উহা প্রণীত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র, সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে, উহার সত্র চলিতে থাকাকালে, সর্বমোট ত্রিশ দিন সময়সীমার জন্য স্থাপিত হইবে, যে সময়সীমা এক সত্রের বা আনুক্রমিক দুই বা ততোধিক সত্রের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে; এবং যদি পূর্বোক্ত সত্র বা আনুক্রমিক সত্রসমূহের অব্যবহিত পরবর্তী সত্রের অবসানের পূর্বে উভয় সদন ঐ নিয়মের কোন সংপরিবর্তন করিতে একমত হন, অথবা উভয় সদন একমত হন যে, ঐ নিয়ম প্রণয়ন করা উচিত নহে, তাহাহইলে, তৎপরে, ঐ নিয়ম, ক্ষেত্রানুযায়ী, কেবল ঐরূপ সংপরিবর্তিত আকারে কার্যকর হইবে বা আদৌ কার্যকর হইবে না, তবে এমনভাবে যে ঐরূপ কোন সংপরিবর্তন বা রদকরণ পূর্বে ঐ নিয়ম অনুযায়ী কৃত কিছুরই সিদ্ধতা ক্ষুণ্ণ করিবে না।